সংবাদ

তারিখ ... 15 SEP 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... ৬ ...

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন নীতিমালা নেই : ইচ্ছামতো ভর্তি

ফরিদ উদ্দিন

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে অভিন্ন নীতিমালা নেই। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের ইচ্ছামতো ভর্তি পরীক্ষা নিচ্ছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় এমসিকিউ পদ্ধতি আবার কোনটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করছে। ভর্তি আবেদন ফরমের দামেও রয়েছে ভিন্নতা। অধিক ফরম বিক্রি ও ভর্তি নিয়েও বাণিজ্য করার অভিযোগ রয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কেন্দ্র করে বিগত সময়ে নানা ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বহু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ভর্তি বাণিজ্য চালায়। উচ্চমূল্যে ও অধিক হারে ফরম বিক্রি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া ছাত্র ভর্তি করানোরও প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় অসাধু ব্যক্তি ও কোচিং সেন্টার জড়িত ছিল বলেও অভিযোগ রয়েছে। এসব বিষয় বিবেচনা করে অভিন্ন নীতিমালা জরুরি হয়ে পড়েছে বলে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা মনে করেন। ইউজিসি'র সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, অভিন্ন নীতিমালা প্রয়োজনীয় হলেও এটি প্রণয়ন সময় সাপেক্ষ। তাই চলতি বছরের ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে অভিন্ন নীতিমালা করা সম্ভব নয়।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ইতোমধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তি আবেদন ফরম বিতরণ ও ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন অনুষদে এসএসসি ও এইচএসসি

নেই : পৃঃ ২ কঃ ৬

নেই : নীতিমালা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্তির ওপর ভিত্তি করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিগত বছরগুলোয় ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানো হয়েছে। এবারও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। বিজ্ঞান শাখার ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে ক অনুষদ। যেখানে গত বছর আবেদন ফরম ওঠানোর যোগ্যতা চতুর্থ বিষয় বাদে মোট জিপিএ চাওয়া হয়েছিল ৭.৫। মানবিক শাখার ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে 'খ' অনুষদ। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহনের যোগ্যতা ছিল চতুর্থ বিষয় বাদে মোট জিপিএ-৬। বাণিজ্য শাখার ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'গ' অনুষদ। যেখানে; ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল মোট জিপিএ-৬.৫। অন্যদিকে বিভাগ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 'ঘ' অনুষদের অধীনে মোট জিপিএ চাওয়া হয় ৭.৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমসিকিউ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ৭টি অনুষদের বিপরীতে বিজ্ঞান শাখার ছাত্রছাত্রীদের জন্য এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা মিলে জিপিএ চাওয়া হয়-৬.৫। অন্যান্য শাখার জন্য জিপিএ চাওয়া হয় ৫.৭৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেজ স্টাডিজ অনুষদে ভর্তি পরীক্ষা এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হলেও বিজ্ঞান, জীব ও ভূ-বিজ্ঞান, কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, আইন এবং কৃষি অনুষদে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয় সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা হিসেবে এইচএসসি পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ চাওয়া হয়-২.৫। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীরা প্রতি ইউনিটে অনূর্ধ্ব চারটি বিভাগে আবেদন করতে পারে। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি ছাড়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা প্রায় একই নিয়মে হয়। কোনটি এমসিকিউ বা কোনটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়। এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এমসিকিউ পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে থাকে।

দেশের সবগুলো মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা হয় অভিন্ন প্রশ্নপত্রের এমসিকিউ পদ্ধতির মাধ্যমে। পরবর্তীতে পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুসারে মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পায় ছাত্রছাত্রীরা। অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ও অন্যান্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা হয় ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির উদ্দেশ্যে ঢাকায় কোচিং করতে আসা কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে গতকাল শুক্রবার ফার্মগেটের ইউসিসি কোচিং সেন্টারে ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি নিয়ে কথা হলে তাদের কেউ কেউ জিপিএ প্রাপ্তের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়ে মতামত দেন। তারা বলেন, এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা একাডেমিক পড়াশোনার ব্যাপারে আরও সিরিয়াস হতো। আর বাড়তি টাকা খরচ করে আমাদের কোচিং করতে হতো না। তবে অধিকাংশের মতে, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা কোন কারণে খারাপ হলে ভর্তি পরীক্ষায় ভাল করেও কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া সম্ভব। তাই ভর্তি পরীক্ষা চালু থাকা উচিত বলে তারা মনে করেন। অন্যদিকে কয়েকজন ছাত্রের অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা 'সংবাদ'কে বলেন, জিপিএ প্রাপ্তের ভিত্তিতে ভর্তি নেয়া হলে আমাদের সন্তানরা লেখাপড়ায় আরও মনোযোগী হবে। তারা আরও বলেন, এতে ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে যেসব অভিযোগ রয়েছে তা আর হতো না।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম 'সংবাদ'কে বলেন, আমরা চাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব ধরনের বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে কার্যক্রম চালাবে। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষাকে যদি বাণিজ্যিকীকরণ করা হয় তাহলে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক উভয়ই ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিপিএ প্রাপ্তের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, এভাবে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়ার ব্যাপারে এগিয়ে আসা উচিত। অভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপারে তিনি বলেন, এ বছর এটি করা সম্ভব নয়। তবে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে।